



2217 - ইস্তিখারার নামাযের পদ্ধতি ও ইস্তিখারার দোয়ার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইস্তিখারার নামাযের পদ্ধতি কিভাবে? ইস্তিখারার নামাযে কোন দোয়া পড়তে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইস্তিখারার নামাযের দোয়া জাবরে বনি আব্দুল্লাহ আল-সুলামি (রাঃ) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সর্ববিস্ময়ে ইস্তিখারা করা শিক্ষা দতিনে; যত্নে তনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দতিনে। তিনি বলতেন: তোমাদের কটে যখন কোন কাজের উদ্যোগ নেয় তখন সে যেনে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে।

অতঃপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ تَسْمِيهِ بَعِينَهُ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [وَاصْرِفْهُ عَنِّي] ، وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে) আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কথিবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরণামে কল্যাণকর হলে আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দনি। সটো আমার জন্য সহজ করে দনি এবং তত বরকত দনি। হে আল্লাহ! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরণামে কথিবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে ফরিয়ে দনি এবং সটোকো আমার থেকে ফরিয়ে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সটোর প্রতি সন্তুষ্ট করে দনি।”[সহি বুখারী (৬৮৪১) এ হাদিসটির আরও কিছু রোয়ায়েতে তরিমযি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে রয়েছে]



ইবনে হাজার (রহঃ) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন:

استخارة (ইস্তখিারা) শব্দটি اسم বা বিশেষ্য। আল্লাহর কাছে ইস্তখিারা করা মানে কোন একটি বিষয় বাছাই করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিকে দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় বাছাই করে নিতে হবে, সে যেন ভালটিকে বাছাই করে নিতে পারে সে প্রার্থনা।

তাঁর কথা: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্ববিশিয়ে ইস্তখিারা করা শিক্ষা দতিনে” : ইবনে আবু জামরা বলেন, এটি এমন একটি আম (সাধারণ); যার থেকে কিছু একককে খাস (বিশেষায়িত) করা হয়েছে। কনেনা ওয়াজবি ও মুস্তাহাব কর্ম পালন করার ক্ষেত্রে এবং হারাম ও মাকরুহ বিষয় বর্জন করার ক্ষেত্রে ইস্তখিারা করা যাবে না। তাই ইস্তখিারার গণ্ডি সীমাবদ্ধ শুধু মুবাহ বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং এমন মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে যে মুস্তাহাব অপর একটি মুস্তাহাবের সাথে সাংঘর্ষিক; সুতরাং দুইটির কোনটা আগে পালন করবে কথিবা কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা পালন করবে সেক্ষেত্রে। আমি বলব: এ সাধারণটি বড় ছোট সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উপর অনেকে বড় বিষয়ও নরিভর করে থাকে।

তাঁর কথা: “উদ্যোগ নয়”: ইবনে মাসউদরে হাদিসে এসছে, যখন তোমাদের কউে কোন কিছু করার সংকল্প করে, তখন সে যেন বলে।

তাঁর কথা: “সে যেন দুই রাকাত নামায আদায় করে... ফরয নামায নয়”: এ বাণীর মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ ফজররে নামাযকে বাদ দয়ো হয়েছে...। ইমাম নববী তাঁর ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে বলেছেন: উদাহরণস্বরূপ যদি যোহররে সুননত নামাযের পরে, কথিবা অন্যকোন নামাযের সুননতের পরে কথিবা সাধারণ নফল নামাযের পরে ইস্তখিারার দয়ো করে...। তবে আপাত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি ঐ নামাযের সাথে ইস্তখিারার নামাযেরও নয়িত করে তাহলে জায়যে হবে; নয়িত না করলে জায়যে হবে না।

ইবনে আবু জামরা বলেন, ইস্তখিারার দয়োয় আগে নামায পড়ার রহস্য হল, ইস্তখিারার উদ্দেশ্য হচ্ছে একসাথে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করা। আর এটি পতে হল রাজধরিজরে দরজায় নক করা প্রয়োজন। আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন ও তাঁর কাছে ধরণা দয়োয় ক্ষেত্রে নামাযের চয়ে কার্যকর ও সফল আর কিছু নহে।

তাঁর কথা: “অতঃপর সে যেন বলে”: এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ দয়োটি নামায শেষে করার পরে পড়তে হবে। এমন একটি সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এক্ষেত্রে কর্মধারা হবে নামাযের যকিরি-আযকার ও দয়োগুলো পড়ার পরে সালাম ফরিনের আগে ইস্তখিারার দয়োটি পড়বে।

তাঁর কথা: اللهم إني أستخيرك بعلمك এখানে ب হরফটি করণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে অর্থ হবে, ‘আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি; যহেতু আপনি অধিক জ্ঞানী’। এবং بقدرتك এর মধ্যও ب হরফটি একই



অর্থ ব্ৰহ্মত হযছে। (সক্ৰেত্রে অর্থ হব, আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি; কারণ আপনি ক্রমতাবান।) আবার ب استعانة বা সাহায্য অর্থও ব্ৰহ্মত হতে পারে। (সে ক্রেত্রে অর্থ হব, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি'। দ্বিতীয় বাক্যে অর্থ হব, 'আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি'।)

তঁর কথা: (أستقدرك) অর্থ হচ্চে, উদ্দেশ্য হাছলি আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। আরকেটি অর্থের সম্ভাবনা রয়ছে, সটো হচ্চে- আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- আপনি আমার তাকদীরে সটো রাখুন। উদ্দেশ্য হচ্চে- আপনি আমার জন্য সটো সহজ করে দনি।

তঁর কথা: (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) (অর্থ- আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)। এ বাক্যে মধ্যে এদকি ইশারা রয়ছে যে, আল্লাহর দান হচ্চে তঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তঁর নয়োমত প্রাপ্তির ক্রেত্রে তঁর উপর কারো কোন অধিকার নই। এটাই আহলে সুন্যাহর অভিমত।

তঁর কথা: (فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم) (অর্থ- কেননা আপনিই ক্রমতা রাখেন; আমি ক্রমতা রাখিনি। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নই): এ কথার দ্বারা এদকি ইশারা করা হযছে যে, জ্ঞান ও ক্রমতা এককভাবে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ বান্দার জন্য যতটুকু তাকদীর বা নর্ধারণ করে রেখেছেন এর বাইরে বান্দার কোন জ্ঞান বা ক্রমতা নই।

তঁর কথা: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ। অপর এক বর্ণনায় এসছে, 'নজিরে প্রয়োজনরে নামোললেখ করবে'): ভাবপ্রকাশরে বাহ্যিক শলী থেকে বুঝা যাচ্চে প্রয়োজনটি উচ্চারণ করবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়ছে যে, দোয়া করার সময় মনে করলেও চলবে।

তঁর কথা: (فأقدره لي) (অর্থ- আপনি তা আমার জন্য নর্ধারণ করে দনি): অর্থাৎ আমার জন্য সটো বাস্তবায়ন করে দনি। কথিা অর্থ হব, আমার জন্য সটো সহজ করে দনি।

তঁর কথা: (فأصرفه عني وأصرفني عنه) (অর্থ, তবে আপনি তা আমার থেকে ফরিয়ি ননি এবং আমাকেও তা থেকে ফরিয়ি রাখুন): অর্থাৎ সে বিষয়টি ফরিয়ি নেয়ার পরে আপনার অন্তর যনে সটোর সাথে সম্পৃক্ত হযে না থাকে।

তঁর কথা: (...رضني) (অর্থ আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখুন)। যনে আমি সটো না পাওয়াতে ও না ঘটতে অন্তপ্ত না হই। কেননা আমি তাে চূড়ান্ত পরণিতি জানিনি। যদিও আমি প্রার্থনাকালে সটোর প্রতি সন্তুষ্ট ছলাম...।

এ দোয়ার গূঢ় রহস্য হচ্চে যাতে করে বান্দার অন্তর সেই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হযে না থাকে; পরণিততি সে মানসকি অস্বস্ততিে ভুগবে। সন্তুষ্টি বলতে বুঝায় তাকদীরে উপর অন্তররে স্বস্তি পাওয়া।



হাফযে ইবনে হাজার কৃত সহহি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সংক্ষপে সমাপ্ত। অধ্যায়: 'কতিবুত তাওহীদ; উপ-অধ্যায়: 'দোয়াসমূহ'।